দিনকাল

JAN. 23 2002

তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা ৩ ... কলাম ... ৩ ...

দুর্নীতিবাজ চক্রের নতুন কৌশল টেক্সট বুক বোর্ডের চেয়ারম্যান ও সচিবের বিরুদ্ধে মামলা

দেলোয়ার হাসান

পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের চেয়ারম্যান এবং সচিবসহ ১১ জন কর্মকর্তার বিরুদ্ধে দায়েরকৃত মামলাটি নিয়ে সংশ্লিষ্ট মহলে চলছে নানা কথা। গতকাল মঙ্গলবার পর্যন্ত মামলার বাদী, সাক্ষী এবং আইনজীবীর সঠিক ঠিকানা পাওয়া যায়নি। বোর্ডের কর্মকর্তাদের বক্তব্য- কর্তৃপক্ষ যখন দুর্নীতিবাজদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নিতে শুরু করেছে তখন দুর্নীতিবাজদের মদদদাতারা

(১১ পৃ: ৩এর ক: দেখুন)

টেক্সট বুক বোর্ডের চেয়ারম্যান

প্রথম পৃষ্ঠার পর

পরিকল্পিতভাবে এ ধরনের একটি মামলা করে হয়রানির পথ বেছে নেয়।

গত মঙ্গলবার জনৈক আলতাফ হোসেন বাদী হয়ে ঢাকা সিএমএম আদালতে বোর্ডের চেয়ারম্যান ড. শফিউর রহমান, সচিব প্রফেসর নাজিম উদ্দিন, বোর্ডের সদস্য (পাঠ) প্রফেসর কবির উদ্দিন আহমদ মজুমদার, সদস্য (অর্থ) প্রফেসর হাসান আলী, সদস্য (শিক্ষা) প্রফেসর এসএম হায়দার, সদস্য প্রাথমিক শিক্ষা এ এ এফ এম আলমগীর খান, লাইব্রেরীয়ান নূরুল ইসলাম, ভান্ডার কর্মকর্তা মোহাম্মদ আমানউল্লাহ, উপ-সম্পাদক আবদুর রশিদ মিয়া এবং কাগজ বিশেষজ্ঞ আবদুল হকের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেন। মামলায় বোর্ডের একাধিক কর্মকর্তাসহ কয়েকজন সাংবাদিকের নাম সাক্ষী হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। গতকাল বোর্ড অফিসের একাধিক কর্মকর্তা জানান, গত দুদিনে তারা মামলার আইনজীবীকে খুঁজে পাচ্ছেন না। সাক্ষীরা বলছেন, তারা জানেন না। সাক্ষীদের মাঝে সাংবাদিক হিসেবে মাতৃভূমির সম্পাদক শওকত মাহমুদের নাম বলা হয়েছে। তাছাড়া রয়েছে বোর্ডের ৫ জন কর্মকর্তার নাম। এসব কর্মকর্তা হচ্ছেন ডিএম প্রশাসন, ডিএম কমন, প্রধান হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা, কন্ট্রোলার ও উৎপাদন শাখার ২ জন কর্মচারী। এদের মধ্যে কন্ট্রোলার নূরুল হক খানকে অতি সম্প্রতি দুর্নীতির দায়ে বরখাস্ত করা হয়েছে। অপর ৬ জন কর্মকর্তার বিরুদ্ধে রয়েছে একাধিক দুর্নীতি ও অসামাজিক কাজে জড়িত থাকার অভিযোগ মামলা। গত বছর অন্যায়ভাবে বেক্সিমকোকে ১০০ কোটি টাকার মুদ্রণ কাজটি পাইয়ে দেয়ার জন্যে সাবেক শিক্ষামন্ত্রী ও বোর্ডের সাবেক চেয়ারম্যানের পক্ষ হয়ে আজকের মামলার বোর্ডের সাক্ষীরাই কাজ করেছিল। এরাই মোটা অংকের টাকা নিয়ে বেক্সিমকোর পুস্তকা ও শুকতারাকে কাজ পাইয়ে দেয়। সেই সঙ্গে, আরো ১০৫টি প্রেসকে অন্যায়ভাবে কাজ দেয়। বিশেষজ্ঞরা এবং প্রকাশকরা বিশাল মুদ্রণ কাজটি কেবলমাত্র ২টি প্রতিষ্ঠানে না দেয়ার বিরোধিতা করলেও বোর্ডের এই দুর্নীতিবাজ কর্মকর্তারাই তা হতে দেয়নি। ২০০২ সালের পাঠ্যপুস্তক মুদ্রণ নিয়েও এরাই শুরু করেছিল স্যাবোটাজ। এরা আবারও শিক্ষা প্রতিমন্ত্রীর নির্দেশ অমান্য করে গত বছরের মহাকেলেংকারির সহযোগী কয়েকটি প্রেসকে দেয় মুদ্রণ এবং পজেটিভ নির্মাণের কাজ। আর সুকৌশলে বিলম্বিত করার প্রক্রিয়া শুরু হয়। এমনকি এ চক্রটিই প্রাথমিক স্তরের ২য় পর্যায়ের প্রায় ২ কোটি বইয়ের মুদ্রণ কাজের জন্যে যে দেড়শ প্রেসকে বাছাই করে এদের অর্ধশ প্রেসকে কোনো প্রকার কাগজপত্র ছাড়াই ৫ কোটি টাকার কাগজ উত্তোলনের নির্দেশ প্রদান করে। আর এ ব্যাপারে সবচেয়ে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে প্রধান হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা শান্তি গোবিন্দ নন্দী এবং কন্ট্রোলার নূরুল হক খান। এছাড়াও রয়েছে উৎপাদন শাখার ২ জন কর্মচারী। ১৭টি প্রেস কোনো প্রকার পারফরমেন্স গ্যারান্টি ছাড়াই কাগজ উত্তোলন করলে বিষয়টি ধরা পড়ে। এ ব্যাপারে মতিঝিল থানায় মামলা হয়। আর বোর্ডে গঠিত হয় তদন্ত কমিটি। তদন্ত কমিটি প্রাথমিক তদন্তে যে ক'জন কর্মকর্তা-কর্মচারীকে অভিযুক্ত করেছে তারাই পরিকল্পিতভাবে এ মামলাটি দায়ের করেছে।

মামলার ব্যাপারে বোর্ডের সদস্য পাঠ কবীর মজুমদারের সঙ্গে কথা বললে তিনি জানান, দীর্ঘদিন যারা বোর্ড থেকে অবৈধভাবে ফাইল আটকিয়ে স্বার্থের কাজটি করে আসছেন আজ তাদের স্বার্থে ব্যাঘাত ঘটছে তাই মামলা। তিনি আরো জানান, ছাত্র-ছাত্রীদের হাতে বছরের শুরুতে বই তুলে দেয়ার যদি বোর্ড অফিসের অপরাধ হয় তবে এমন অপরাধ এখন থেকে প্রতিবছরই হবে।

বোর্ডের চেয়ারম্যান জানান, এটি একটি সাজানো মামলা। তিনি আরো বলেন, দুর্নীতিবাজ ও চোর হলে এত অল্প সময়ে বই মুদ্রণ সম্ভব হতো না।

মন্ত্রণালয়ের একটি সূত্র জানায়, বিএনপি সরকার গঠনের পরও যখন পাঠ্যপুস্তক মুদ্রণের কাজের অর্ডার দেয়া হয়নি এমনকি মাধ্যমিক স্তরের ৬ কোটি বইয়ের কাগজ নিয়ে অনিশ্চয়তা দেখা দেয় তখন প্রতিমন্ত্রীর নির্দেশে বোর্ডের সভায় বোর্ডের গুদামে রক্ষিত প্রাথমিক স্তরের বই মুদ্রণের কাগজের অতিরিক্ত কাগজ মাধ্যমিক স্তরের মুদ্রণ কাজে ব্যয় করা হয়। পরবর্তীতে সেই কাগজ সরবরাহ করা হয়। এ ব্যাপারে বিশ্বব্যাংকের অনুমোদন রয়েছে।

বোর্ডের একটি সূত্র জানায়, দুর্নীতি আর অর্থ আত্মসাতের অভিযোগে বোর্ডের একটি তদন্ত কমিটি কাজ করছে আর প্রতিনিয়তই একটি চক্রের অপকর্ম বের হয়ে আসছে। এই চক্রটিই মামলার হোতা।